দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রত্যাশিত গ্রন্থনীতির প্রেক্ষিতে আশা ও কিছু প্রস্তাব

জুবাইদা গুলশান আরা

সম্প্রতিকালে, আমাদের দীর্ঘ প্রত্যাশিত জাতীয় গ্রন্থনীতির বিষয়ে কিছু উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদিও তার কার্যকারিতা কি ধরনের হবে, তা আমরা এখনও জানি না। কিন্তু সচেতন, শিক্ষা অনুরাগী মানুষ মাত্রেই এ বিষয়ে ভাবেন। ভাবনাগুলি সমাজের কাছে পৌঁছাতে চান, তাই এই প্রয়াস। একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকে যদি দৃষ্টিপাত করি তবে প্রথমেই আসবে প্রাইমারী পর্যায়। তারপর মাধ্যমিক এবং আরও উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা।

যদি সদিচ্ছা থাকে, তবে এই দেশের ক্রমাগত উন্নত মানসম্পন্ন ছাপার পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে সুন্দর বই প্রকাশ করা সম্ভব। বাজার চলতি এসব বই দেখতে সুন্দর নয়। আবার দেখতে চকচকে হলেও বিষয়বস্তুর মান সম্পর্কে যাচাই করা প্রয়োজন। এ সব বই যথেচ্ছভাবে সাধারণ পাঠ্য তালিকা এবং বিশেষভাবে কোন কোন স্কুলে Rapid Reader হিসেবে নিম্ন শ্রেণীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পড়ানো হয়ে থাকে। এসব বইয়ের বিষয়বস্তু কোন দিক থেকেই এই দেশের জীবন-যাপন পদ্ধতি, সংস্কৃতি, অথবা ক্লাসিকস-এর পর্যায়েও পড়ে না। অথচ সুদীর্ঘকাল ধরে এসব বইয়ের সাহায্যে ইংলিশ মিডিয়াম ও বহু স্কুলে পাঠদান প্রক্রিয়া চলে আসছে।

নিম্ন মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে প্রধানত টেক্সট বুক বোর্ড নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক আছে। এ পর্যায়ে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন বিষয়ক পুস্তক প্রণীত হচ্ছে এবং সারা দেশে স্কুলগুলিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। খুবই সতর্কভাবে এই বিষয়গুলি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

এই বিষয়ে লক্ষ্য রেখে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক, ছাত্র স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মত বিনিময় করে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা হল— নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যে সব ইংরেজী এবং বাংলা বই সাধারণভাবে পড়ানো হয় তার বিষয়বস্তু, প্রকাশনার মান কোনোটাই সন্তুষ্টি লাভ করবার মতো উল্লেখযোগ্য নয়। তবে নবম এবং দশম শ্রেণীতে বাছাই ও ব্যবহৃত বাংলা, ইংরেজী পাঠ্য বইয়ের একটি সুষ্ঠু মান রয়েছে, ১। English For Today (৭ম-অষ্টম শ্রেণী) ২। A New System Grammar Translation and Composition ৩। মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য গদ্য ও কবিতা কিন্তু English by Stages বলে যে বইটি বহু স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়ানো হয়ে থাকে, তার ভাষা এবং বিষয়বস্তু বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক গঠন, বিস্তার, বিকাশ এবং দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন।

(ক) এই মুহূর্তে যেসব পুস্তক আমাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সেগুলির প্রকাশনার মান সম্পর্কে খুব আশার কথা বলা যাচ্ছে না। এসব বইয়ের ব্যবহৃত কাগজ রঙিন নিউজ প্রিন্ট। এসব কাগজের রঙ এবং মান দুইই অনুন্নত। দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে সর্বস্তরে বহু অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়ে আসছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। এসব বই ঘোর গোলাপী অথবা লাল রঙে ছাপা হয়, যা দৃষ্টি শোভন অথচ পড়বার পক্ষে সুখকর নয়। ছবিগুলি বোঝা যায় না এবং বহু বই নতুন অবস্থায়ই ছিঁড়ে যায়। আমরা জানি, কাগজের কালোবাজারি মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং সেই সঙ্গে বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে এই ধরনের প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব বই খুব দ্রুত ছিঁড়ে যায় এবং প্রায়ই মধ্য বছরেই বইটি আবার কিনতে হয়। ছাপার মান ও গ্রন্থনা অত্যন্ত অনুন্নত। এসব বইয়ের ভাষাও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কঠিন।

এই সঙ্গে বাজারে প্রচলিত গাইড বইগুলির মান, ভাষা, তথ্যসমূহে প্রচুর ভুল ধরা পড়ে, যা শিক্ষার্থীরা অজ্ঞাতসারে পড়ে যাচ্ছে। গাইড বই বা প্রচলিত সমস্ত সহায়ক অর্থ বই (যা বাজারে পাওয়া যায়) সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা কার্যক্রম টেক্সট বুক বোর্ড নিয়ন্ত্রিত নয় বলেই মনে হয়। অর্থাৎ সমস্ত গাইড বই বা সহায়ক পুস্তক বোর্ডের অনুমোদিত কি-না তা লক্ষ্য করা দরকার।

(খ) মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়ে এসো নিজে করি ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের উপযোগিতা নিয়ে ছাত্র শিক্ষক এবং অভিভাবক মহল বহু প্রশ্ন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছেন দীর্ঘদিন ধরে। এ বিষয়ের পেছনে যুক্তি আছে, দীর্ঘ চিন্তা আছে, কিন্তু পর্যাপ্ত ল্যাবরেটরী ব্যবস্থা না থাকায় 'নিজে করি' পর্যায়টি ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের বিরক্তির কারণ হয়ে রয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞান বইগুলিতে বিষয়বস্তু ভুলভাবে উপস্থাপনের অভিযোগও রয়েছে। (ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের ভুল উল্লেখ করে পত্র—দৈনিক বাংলা ১১-১১-৯২)।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে কিছুটা যত্নের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সকল বিষয়ে যেসব পুস্তক বাজারে পাওয়া যায়, সেগুলি সাদা কাগজে ছাপা, এবং মানও অনেক উন্নত। কিন্তু ব্যবহার উপযোগিতার ক্ষেত্রে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। (ক) উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যক্রমে দীর্ঘদিন যাবত একই গদ্য, কবিতা, নাটক পড়ানো হয়ে আসছে। অতি সম্প্রতি কেবল নাটকের বিষয়বস্তু এবং বই বদলানো হয়েছে। যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে, ছেলে-মেয়েরা প্রাচীন লেখাগুলি অর্থাৎ ক্লাসিক লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাক। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায়, বড় লেখকের লেখাও এক পরিবারের তিন-চার ভাই-বোন একের পর এক পড়ছে বলে তাদের কাছে এসব লেখা কোন আগ্রহ বা কৌতূহল সৃষ্টি করে না। আগ্রহ থাকলেও শিক্ষকরা তা ধরে রাখতে আগ্রহী হয় না।

—চলবে